রংপুরে মাদক সেবনে বাধা, শিক্ষকসহ একই পরিবারের ৪ জনকে হত্যা



সংগৃহীত ছবি

রংপুরে বাড়ির ছাদে মাদক সেবনে বাধা দেওয়ায় অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তীকে প্রথমে হত্যা করা হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। পরে হত্যার ঘটনা জানাজানি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তাঁর স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী ও দুই সন্তানকেও হত্যা করা হয় বলে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত মুগ্ধ দাস ও সিদ্ধার্থকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

রোববার (২৩ আগস্ট) দুপুরে রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মোহাম্মদ আব্দুল মাবুদ সংবাদ ব্রিফিং করে হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত জানান।

পুলিশ কমিশনারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গণপতি চক্রবর্তীর বাড়ির ছাদে দুই যুবক মাদক সেবন করছিল। এতে বাধা দেওয়ার পর গামছা ব্যবহার করে শ্বাসরোধে গণপতিকে হত্যা করা হয়। পরে হত্যার বিষয়টি যাতে অন্যদের কাছে প্রকাশ না পায় এবং কেউ হত্যাকারীদের শনাক্ত করতে না পারে, সেই আশঙ্কা থেকে পরিবারের বাকি সদস্যদেরও হত্যা করা হয় বলে পুলিশের দাবি।

গণপতিকে হত্যার সময় তিনি বাঁচার চেষ্টা করছিলেন বলে জানিয়েছে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে ধস্তাধস্তির শব্দ পেয়ে স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী সিঁড়ি দিয়ে ওপরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সিঁড়িতে পৌঁছানোর পর তাঁকে ধরে গলায় গামছা পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করা হয়।

মায়ের চিৎকার শুনে পরে ২৫ বছর বয়সী মেয়ে প্রার্থী চক্রবর্তী সেখানে আসেন। তাকেও একইভাবে গলায় গামছা পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার দুজনের জবানবন্দিতে প্রার্থীকে হত্যার পুরো প্রক্রিয়ায় চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় লাগার কথা এসেছে। এ সময় রশি দিয়ে তাঁর গলা ও মুখ শক্ত করে বাঁধা হয়েছিল। এতে তাঁর চোয়াল ভেঙে যায় এবং চোখ বের হয়ে আসে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

এরপর অভিযুক্তরা নিচে নেমে যায়। সেখানে পরিবারের আরেক সদস্য রংপুর জিলা স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী প্রিয়মকে হত্যা করা হয়। পুলিশ বলছে, তার গলায় কাপড় পেঁচিয়ে শ্বাসরোধের পাশাপাশি বালিশ চাপা দেওয়া হয়েছিল।

হত্যার পরপরই বাড়ি ছেড়ে পালায়নি অভিযুক্তরা। পুলিশ কমিশনার জানান, সকাল হয়ে যাওয়ার পরও তারা ওই বাড়িতে ছিল। প্রথমে সিদ্ধার্থ এবং পরে মুগ্ধ সেখানে গোসল করে। গোসলের পর ডাইনিং টেবিলে রাখা একটি বয়াম থেকে খেজুর খায় তারা। এরপর সঙ্গে থাকা এক পিস ইয়াবা ওই বাড়িতেই সেবন করে। ঘটনাস্থল থেকে ইয়াবা সেবনের আলামত পাওয়ার কথাও জানান পুলিশ কমিশনার।



অন্যদিকে, নিহতদের স্বজনদের বক্তব্যে পরিবারের সঙ্গে কারও বিরোধের তথ্য পাওয়া যায়নি। নিহত প্রীতিলতা চক্রবর্তীর বোন পূজা জানান, রাতে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে তিনি স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ওই বাড়িতে যান। সেখানে প্রধান ফটকে তালা দেখতে পান তাঁরা।

ফটক দিয়ে ঢুকতে না পেরে পাশের বাড়ির ভেতর দিয়ে নিজেদের বাড়িতে প্রবেশ করেন পূজা ও তাঁর স্বামী। ভেতরে গিয়ে ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো অবস্থায় দেখতে পান। এরপর পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।

পরে বাড়ির বিভিন্ন জায়গা থেকে গণপতি চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী প্রীতিলতা চক্রবর্তী এবং তাঁদের দুই সন্তান প্রার্থী চক্রবর্তী ও প্রিয়মের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। নিহত প্রার্থী চক্রবর্তী মাস্টার্স সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁর ছোট ভাই প্রিয়ম রংপুর জিলা স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র ছিল।